প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

ফয়যানে মদীনা

এপ্রিল ২০২৪

- বাইত বাজি (নাত /কাব্য প্রতিযোগিতা)
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- নবুয়তের দাবির দলীল
- গ্রাম্যলোকদের প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ'র উত্তর (পর্ব: ৫)
- ইমাম আহমদ রযা খান, আ'লা হযরত কেনো?
- দায়িত্ব পালন করুন

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

এপ্রিল ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

বাইত বাজি (নাত /কাব্য প্রতিযোগিতা)

মাওলানা হায়দার আলী মাদানী

খোবাইব সোহাইবের দিকে একটি বই এগিয়ে দিয়ে বললো, ভাই এই দেখুন, একটি নাতের বই পেলাম। খোবাইব খুব সাবধানে বইটি নিয়ে ষ্টল থেকে নেমে এলো, আসলে স্কুল ছুটি হওয়ার কারণে দাদাজান দুই ভাইকে কিতাবের আলমারি পরিষ্কারের দায়িত্ব দিলেন, তখনি ঐ বইটি খোবাইবের দৃষ্টিগোচর হলো, বইটি বেশ পুরনো মনে হলো, বইটির প্রচ্ছদে বড় অক্ষরে লিখা আছে "যৌকে নাত"। বইটি খুললেই কভারের ভিতরে নীল কালি দিয়ে লেখা ছিল, বাইত বাজিতে প্রথম স্থান অধিকারীর জন্য প্রিন্সিপাল সাহেবের হাতে পুরস্কার লাভ, পাণ্ডুলিপিটি পুরনো হওয়ার কারণে লেখা গুলো খানিকটা ঝাপসা হয়ে আসছিল। দুই ভাই একে অপরের দিকে প্রশ্নাতীত দৃষ্টিতে তাকালো কিন্তু দু'জনের কেউই কিছুই বুঝলো না। তাই খোবাইব বললো, চলো ভাই, দাদাজানকে জিজ্ঞেস করি।

দাদাজান, এখানে কী লিখা আছে? দাদাজান বাইরে আঙ্গিনায় বসে কোন একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন, দুই ভাই দাদাজানের নিকটবর্তী হলো, সোহাইব বইটি তাঁর সামনে রাখলো। বইটি দেখে দাদা জানের ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে পড়ল যেনো এই বই সম্পর্কিত কিছু মধুর স্মৃতি তাঁর মনে খেলা করতে লাগলো, এরপর বললেন, আমি হাইস্কুলে পড়ার সময় আমাদের স্কুলে একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, আমিও আমার বাবার অনুরোধে "বাইত বাজিতে" অংশ নিয়েছিলাম। তারপর তিনি নিজেই আমাকে এর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং এই প্রস্তুতিতে আমি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করি।

দুই ভাই একসাথে বলে উঠলো চমৎকার খোবাইব জিজ্ঞেস করলো, ' দাদাজান এই বাইত বাজি'টা কী?'

বৎস, এটি একটি নাত/ কাব্য প্রতিযোগিতা। একজন একটি কবিতা আবৃত্তি করলে সামনের জনকে আরেকটি কবিতা পড়তে হবে। তবে শর্ত হলো প্রথম কবিতাটি বর্ণমালার যে অক্ষর দিয়ে শেষ হবে, পরের জনকে ঐ একই অক্ষর দিয়ে কবিতা শুরু করতে হবে। যেমন, বৎস সোহাইব, তুমি একটি কবিতা আবৃত্তি করো, সোহাইব আবৃত্তি শুরু করলো, "ওয়াহ কিয়া জুদ ও করম হ্যায়, শাহে বাতহা ত্যারা।"

দাদাজান: বৎস! ব্যস। এ লাইনের শেষ অক্ষর হচ্ছে আলিফ। অর্থাৎ, এখন প্রতিপক্ষ এমন নাত/ কবিতা আবৃত্তি করতে হবে যা আলিফ অক্ষর দিয়ে শুরু হবে। যেমন: এ্যায় শাফিয়ে উমাম শাহে জি যাহে লে খবর

এটা তো খুব মজার খেলা মনে হচ্ছে, দাদাজান। আমি যখন হাই স্কুলে যাবো, তো এই খেলায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করবো, সোহাইব বললো।

"হ্যাঁ হ্যাঁ!! আমি ফার্স্ট পজিশন অর্জন করবো," খোবাইব সোহাইবকে কপি করে বললো।

উহু! দাদাজান খোবাইবকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, বৎস! খোবাইব, এমন ভাবে কাউকে অনুকরণ করা মন্দ কাজ। এর ফলে একদিকে যেমন মুসলমান ভাইয়ের মন ভেঙ্গে যায় এবং অন্যদিকে তাকে নিয়ে উপহাসও করা হয়। অথচ, আমাদের প্রিয় দ্বীন ইসলাম আমাদের উভয়টি করতে নিষেধ করেছে।

খোবাইব লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো।

তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলি, মনোযোগ দিয়ে শুনো, দাদাজান ভাবলেন এতে খোবাইবের লজ্জাও দূর হয়ে যাবে। হুনাইন অভিযান থেকে ফেরার সময় নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাজের জন্য একটি স্থানে অবস্থান করেন। তোমরা তো জানোই যে, আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাজ অনেক বেশি পছন্দ করতেন। তা সফরে হোক বা বাড়িতে, নামায ত্যাগ করা অসহ্যকর ছিলো। তো হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো কাফেলাকে নামাজের জন্য থামালেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। ঘটনা এমন ঘটলো যে, কাছেই কিছু ছেলে ছিল, তারা নামাযের আযান শুনে তা কৌতুকের স্বরে কপি করতে লাগলো, এমনকি তাদের আওয়াজ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে পৌঁছে গেল। তন্মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নিকট সুমধুর লাগলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সব ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এক্ষুনি সবচেয়ে ভালো কণ্ঠে আযান কে দিয়েছে? সবাই একটি ছেলের দিকে ইশারা করলো, আসুন ঘটনাটি ঐ ছেলের মুখেই শোনা যাক। সে বললো যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন আমাদেরকে ডেকেছিলেন, তখন হৃদয়ে আমি তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে ঘৃণা করিনি কিন্তু আমার সাথীদের কথায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল ছেলেকে ছেড়ে আমাকে তার সামনে দাঁড় করালেন এবং তাৎক্ষণিক আমাকে আযান শিখিয়ে দিলেন আর তিনি পুনরায় তা শুনলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার কপাল থেকে আমার বুক পর্যন্ত পরশ বুলিয়ে দিলেন, তখন কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমার অন্তরে প্রিয় নবীর প্রতি যে বিদ্বেষ ছিলো তা নিমিষেই দূর হয়ে গেলো এবং আমার অন্তর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে গেলো। **(ইবনে মাজাহ, ১/৩৯২, হাদীস: ৭০৮)**

বৎস! এটাও আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র মুজিযা ছিলো যে, এক মুহূর্তেই সমস্ত বিদ্বেষ ভালোবাসায় পরিবর্তন হয়ে যায়। আসো একসাথে বইয়ের কাজ শেষ করি! কথা শেষ করে দাদাজান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

দারুল ইফতা
আহলে সুন্নাত

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) পূর্বে অবগত করা ব্যতীত কাজ ত্যাগ করাতে পারিশ্রমিক না দেয়া?

প্রশ্ন: উলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতিন কি বলেন এই মাসআলা সম্পর্কে যে, অনেক দোকানে ছেলেদের কাজ করানোর জন্য রাখা হয় আর তাদের সাথে এই চুক্তি করা হয় যে, তারা যদি কাজ ছেড়ে দিতে চায় তবে জানিয়ে ছাড়তে হবে, অন্যথায় মাসের মাঝখানে না জানিয়ে ছেড়ে দিলে তবে এই মাসে যতদিন কাজ করেছে তার বেতন পাবে না। এই বিষয়টি সাধারণত দোকানে ছেলেদের রাখার সময় নির্ধারন করে নেয়া হয়। এই পদ্ধতিটি কি শরয়ীভাবে সঠিক? নির্দেশনা প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ

هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

চুক্তি করার সময় এই শর্ত দেয়া যে, যদি না জানিয়ে ছেড়ে দেয় তাহলে এই মাসে যতদিন কাজ করেছে তার বেতনও পাবে না। এমন শর্ত লাগানো বাতিল আর এরূপ শর্ত লাগানো নাজায়িয ও গুনাহ। দোকানদার এবং যেই কর্মচারী এই নাজায়িয চুক্তি করেছে, তারা উভয়েই গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর তওবা করা আবশ্যক হয়ে যাবে এবং যদি প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থা অনুযায়ী চুক্তি করা হয় এবং কোন এক সময় কর্মচারী চলতি মাসে না জানিয়ে কাজ ছেড়ে দেয়, তবে মালিকের কোনভাবেই অধিকার নেই যে, সে শরীয়ত বিরোধী লাগানো শর্ত অনুসারে তার বেতন আটকে রাখবে, বরং এই ক্ষেত্রে মালিকের উপর আবশ্যক হলো যে, কর্মচারী যতদিন কাজ করেছে ততদিনের হিসেব করে উজরতে মিসিল আদায় করা। উজরতে মিসিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, যতদিন সেই কাজের প্রচলিত পারিশ্রমিক হয়, তা আদায় করে দেয়া, যদিওবা এর বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিলো।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ঘরের বাইরে পা বা শিং লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: উলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতিন কি বলেন এই মাসআলা সম্পর্কে যে, কিছু লোক ঘরের বাইরে বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ঘোড়ার

পা লাগিয়ে রাখে, অনুরূপভাবে কিছু লোক পশুর শিং লাগিয়ে রাখে, আমরা শুনেছি যে এটা নাজায়িয? এটা কি সঠিক?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বদনজর লাগাটা সত্য, হাদীস ও আছার দ্বারা স্পষ্টভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, এই কারণে পবিত্র শরীয়ত যেমনটি বদনজর থেকে সুরক্ষার জন্য দোয়া শিখিয়েছে, তেমনই তা থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতিও দিয়েছে, সুতরাং বদনজর থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়িয, যতক্ষণ পর্যন্ত তা উপকারী হয় এবং শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী না হয়। এই বিশদ বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়িতে ঘোড়ার পা এবং পশুর শিং লাগানোকে নাজায়িয বলা যাবে না, কেননা শরীয়তে এ জাতীয় ব্যবস্থার উপমা রয়েছে। হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একটি সুন্দর শিশুকে দেখলেন, তখন তিনি বললেন যে, একে কালো টিকা লাগিয়ে দাও, যাতে বদনজর না লাগে। অনুরূপভাবে উলামায়ে কিরাম হাদীস সামনে রেখে বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ক্ষেতে কাঠের উপর কাপড় ইত্যাদি বেঁধে লাগিয়ে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর বর্ণিত দুইটি ব্যবস্থার হিকমত ওলামায়ে কিরাম এটা বর্ণনা করেছেন যে, যখন কেউ প্রত্যক্ষদর্শী সুন্দর শিশু বা ক্ষেত দেখবে, তখন তার দৃষ্টি প্রথমে শিশুটির মুখের কালো বিন্দু এবং ক্ষেতে স্থাপিত কাঠের উপর পড়বে, অতঃপর শিশুটির চেহারার উপর ও ক্ষেতের উপর পড়বে, যার ফলে বদনজর থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই উদ্দেশ্যেই ঘোড়ার নাল এবং পশুর শিং লাগানোতে হয়ে থাকে যে, প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টি প্রথমে এর উপর অতঃপর সেই বাড়ির উপর পড়বে এবং বদনজর থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

তবে এটা নিশ্চিত যে, এগুলোর তুলনায় উত্তম হলো: দোয়ায়ে মা'ছুরা পড়ার অভ্যাস গড়া। হাদীসে মুবারাকায় বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বোত্তম দোয়াগুলোর একটি : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ অর্থাৎ: আমি সকল শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রতিটি রোগাক্রান্ত দৃষ্টি থেকে আল্লাহর পূর্ণ বাণীর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) ঈদ উপলক্ষে মেহমানের সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?

প্রশ্ন: উলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতিন কি বলেন এই মাসআলা সম্পর্কে যে, অনেকে বলেন যে, ঈদের নিকটবর্তী সময়ে মেহমান এলো, তখন মেহমানের সদকায়ে ফিতর মেজবানের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে, এটা কি সঠিক?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক স্বাধীন, মুসলমান, মালিকে নিসাব (অর্থাৎ যার নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা

রৌপ্যের সমপরিমাণ অর্থ বা মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত কোন জিনিসপত্র ও ঋণ ব্যতীত বিদ্যমান রয়েছে, তার) উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথেই ওয়াজিব হয়ে যায় এবং প্রত্যেক মালিকে নিসাবের ফিতরা তার উপরেই ওয়াজিব হয়, অন্য কারো উপর নয়। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুও সাহিবে নিসাব হয় তাহলে তার মাল থেকেই আদায় করবে, অনুরূপভাবে মেহমান যদি মালিকে নিসাব হয় তাহলে তার সদকায়ে ফিতর তার উপরই ওয়াজিব হবে, মেজবানের উপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য যদি মেজবান নিজে থেকেই আদায় করতে চায় তাহলে মেহমানের অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।

বিঃদ্রঃ- অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যদি নিসাবের মালিক হয় তাহলে তার সম্পদ থেকেই সদকায়ে ফিতর আদায় করা হবে কিন্তু নিসাবের মালিক না হলে তবে তার ধনী বাবাই তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) বেসিনে দাঁড়িয়ে অযু করা কেমন?

প্রশ্ন: উলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতিন কি বলেন এই মাসআলা সম্পর্কে যে, বেসিনে দাঁড়িয়ে অযু করা যাবে কী?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বেসিনে দাঁড়িয়ে অযু করা যাবে, অবশ্য বেসিনে দাঁড়িয়ে অযু করা মুস্তাহাবের পরিপন্থী, কেননা অযুর মুস্তাহাব ও আদবের মধ্য হতে এটিও যে, কিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে বসে অযু করা।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খাদ্য

দুধ

(২য় ও শেষ অংশ)

আহমদ রযা আত্তারী মাদানী

দুধ মানুষের জন্য একটি উপকারী খাদ্য। এটি এমন একটি পরিপূর্ণ খাদ্য যা খাবার ও পানি উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট। যখন হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام কে আল্লাহর নির্দেশে একটি মাছ গিলে ফেলে পেটে রেখে পরবর্তীতে আল্লাহর আদেশে তীরে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ পাক একটি পাহাড়ি ছাগলের দুধকে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস বানিয়েছেন। (আত তাবসিরা লিইবনি জাওযী, ১/৩২৮) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এটিকে তাঁর বরকতময় খাবারের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যার সম্পর্কে কিছু বর্ণনা পূর্ববর্তী পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরও কিছু বর্ণনা এখানে লক্ষ্য করুন:

০৮: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, হিজরতের সময় আমরা সারা রাত ও সারা দিন অবিরাম পথ চলতে থাকি এমনকি দুপুর হয়ে যায় আর পথে লোকদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। আমরা একটি বড় পাথর দেখতে পেলাম, আমরা তার কাছেই নামলাম, আমি তার ছায়ায় হাত দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করলাম, তার উপর বিছানা বিছিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন, তখন

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর শুয়ে পড়লেন, তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ আমাদের খোঁজ করতে আসছে কি না, তখন হঠাৎ দেখলাম একটি ছাগল পালনকারী তার ছাগলগুলোকে নিয়ে এদিকে আসছে। সেও ছায়াতলে বিশ্রাম নিতে একই পাথরের কাছে আসছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে বালক! তুমি কার গোলাম? সে কুরাইশের একজন ব্যক্তির নাম বললো তখন আমি তাকে চিনে ফেললাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার ছাগলের দুধ আছে কিনা। সে বললো হ্যাঁ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আমাদের জন্য তার দুধ দোহন করবে? সে উত্তর দিলো হ্যাঁ, অতএব সে একটি ছাগল ধরে ফেলল। আমি বললাম: ধূলোবালি থেকে তার স্তন পরিষ্কার করে নাও, তারপর আমি তাকে বললাম তোমার হাতও ঝেড়ে নাও। সে বাটিতে দুধ দোহন করলো। আমি ইতিমধ্যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য একটি চামড়ার পাত্র নিয়ে এসেছিলাম। আমি ঠান্ডা করার জন্য দুধের মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে পেশ করলাম তিনি তৃপ্ত সহকারে পান করলেন যাতে আমি আনন্দিত হলাম। (বুখারী ২/ ৫১৬, হাদীস: ৩৬৫২) [১]

এখন সেসব রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন যেখানে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দুধ পান করার কথা উল্লেখ নেই কিন্তু দুধের কথা উল্লেখ আছে।

১. রাখাল তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত দুধ নিবেদন করার অর্থ হলো পথে কোন মুসাফিরের সাথে দেখা হলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য তার মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি ছিল।

দুধ সংক্রান্ত
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী

১: হযরত ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি জিনিস ফেরত দেওয়া উচিত নয়: একটি বালিশ, তেল এবং দুধ। (তিরমিযী, ৪/৩৬২, হাদীস: ২৭৯৯)

২: হযরত হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "জান্নাতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের নদী রয়েছে, তারপর তার ওপারে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী, ৪/২৫৭, হাদীস: ২৫৮০)

৩: হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন বলে: আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম খাবার আহার করাও, আর যখন সে দুধ পান করে, তখন যেন বলে: আল্লাহ, আমাদেরকে এতে বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও অধিক দান করুন কারণ দুধ ব্যতীত এমন কোন বস্তু নেই যা খাদ্য ও পানীয় উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

(আবু দাউদ, ৩/৪৭৫ হাদীস: ৩৭৩০)

৪: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার এই বাটি দ্বারা সব ধরনের শরবত, মধু, নাবীয, পানি এবং দুধ পান করিয়েছি।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৮৫৭, হাদীস: ৫২৩৭)

৫: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "উত্তম সদকা হলো অধিক দুধ সম্পন্ন উট এবং

অধিক দুধ সম্পন্ন ছাগলের দান, যে সকাল বেলা পাত্র ভর্তি করে দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বার পূরণ করে। (বুখারী, ২/১৮৪, হাদীস: ২৬২৯)

হাদীসের পয়েন্ট:

* নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে দুধ পান করা প্রমাণিত।

* যদি মেযবান তার অতিথিদের বিশ্রামের জন্য বালিশ, মাথার জন্য তেল এবং পান করার জন্য দুধ দেয় তবে অতিথিরা তা প্রত্যাখ্যান করবে না বরং সানন্দে গ্রহণ করবে। (মিরাতুল-মানাজিহ, ৪/৩৫৯)

* দুধের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই দূর করে সুতরাং এটি খাদ্য এবং পানীয় উভয়টি।

* দুধের মধ্যে শিশুর প্রথম খাবার প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে যে, শিশু পৃথিবীতে আসার পর কয়েক মাস বা দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধই পান করে। (মিরাতুল-মানাজিহ, ৬ / ৭৯-৮০)

* সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ব্যবহৃত পাত্র বরকতের জন্য নিজের কাছে রাখতেন এবং লোকদেরকে যিয়ারত করাতেন। (মিরাতুল-মানাজিহ, ৬/ ৮১)

* নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঁচা দুধ পান করতেন কারণ মুখের মধ্যে চর্বিযুক্ত বস্তুর প্রভাব থেকে যায়। যদি সেই অবস্থায় নামায পড়া হয় তাহলে সেটার স্বাদ পেটে যেতে থাকে যা মাকরূহ থেকে খালি নয়। (মিরাতুল-মানাজিহ, ১/২৪৭) এজন্য নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঁচা দুধ পান করার পর কুলি করতেন।

দুধের উপকারীতা:

দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং শক্তিদায়ক খাদ্য, দুধ একটি পুষ্টিকর এবং শক্তি সমৃদ্ধ খাবার। জন্মের পর সাধারণত একজন মানুষকে সর্বপ্রথম যে খাবারটি দেওয়া হয় তা হলো দুধ। এটি এতটাই কার্যকর যে, পুষ্টিবিদদের মতে, শৈশবে দুধ পান করলে বার্ধক্য পর্যন্ত এর প্রভাব থাকে, শৈশবে দুধের প্রাচুর্য স্বাস্থ্যকর জীবনের গ্যারান্টি এবং শৈশবে দুধের অভাবে বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। দুধে খনিজ, ভিটামিন, প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, স্টার্চ এবং ফ্যাটের মতো দশটিরও বেশি পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যার সবকটিই বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে। আসুন! কিছু উপকারিতা লক্ষ্য করুন: হাড়, জয়েন্ট, পেশী মজবুত করতে দুধের ব্যবহার কার্যকরী। ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য দুধ খুবই উত্তম। এতে থাকা ক্যালসিয়াম হাড়, জয়েন্ট এবং পেশী শক্তিশালী করে।

* যাদের ঘুম আসে না তাদের জন্য গরম দুধে সিদ্ধ পেঁয়াজ রেখে ব্যবহার করুন, ভালো ঘুম হবে। * গরম দুধে চিনি ও খাঁটি ঘি মিশিয়ে পান করলে প্রস্রাবের জ্বালা ও ব্যথা উপশম হয়। * প্রতিদিন দুই চামচ মধু গরম মহিষের দুধের সাথে মিশিয়ে পান করলে তা শারীরিক শক্তি বৃদ্ধিতে খুবই উপকারী। (ঘরোয়া চিকিৎসা, ২৮ ৭১ ৯৫ পৃষ্ঠা) * প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস। ত্বক মিহি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ও এসিডিটি দূর করে। মানসিক চাপ কমায়। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। (হেলথ ওয়ার ওয়েব সাইট)

নবুওয়তের দাবীর দলীল

সৈয়দ ইমরান আখতর আত্তারী মাদানী

প্রিয় শিশুরা! মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমা এতই মহান যে, পশু-পাখি এমনকি গাছ-পালাও তাঁর কথা মানতো।

একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো যে, আমি কিভাবে বুঝবো যে, আপনি নবী?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি মনে করো! আমি যদি এই খেজুরের ডালটিকে ডাকি এবং সে গাছ থেকে নেমে আসে তবে কি তুমি আমার নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিবে?

গ্রাম্য লোকটি আরয করলো: হ্যাঁ।

অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ডালটিকে ডাকলেন, সেই ডালটি মাটিতে নামলো এবং লাফিয়ে লাফিয়ে বরং কিছু কিছু বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, সিজদারত অবস্থায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে উপস্থিত হয়ে গেলো, অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তা ফিরে নিজের স্থানে চলে গেলো। সেই গ্রাম্য লোকটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সুন্দর ও অতুলনীয় মু'জিযা দেখে আল্লাহর শপথ করে বলতে লাগলো যে, ভবিষ্যতে আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে অস্বীকার করবো না, তারপর সে মুসলমান হয়ে গেলো।

(দেখুন: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৯/৪৯৯। খাসায়িসুল কুবরা, ২/৬০)

প্রিয় শিশুরা! সাধারনত এই বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হয় না যে, কেউ গাছের ফল অথবা ডালকে ডাকলো আর সেই ফল বা ডাল তার নিকট চলে আসলো, কিন্তু এই ঘটনাটা কোন সাধারণ মানুষের নয় বরং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযা আর মু'জিযা তো হয়ই তা, যা জ্ঞানকে আশ্চার্য করে দেয়। এই ঘটনা থেকে আমরা কিছু বিষয় শিখতে পারি:

* যদি কোনো বিষয়ে কারো সম্পর্কে ভুল ধারনা হয়, তবে অন্যকে বলা বা শোনার

পরিবর্তে সেই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা উচিত। যাতে আমরা স্বস্তি লাভ করি এবং ভুল ধারণা থেকে বাঁচতে পারি। যেমনটি কাফেররা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে বড় ভুল কথা বলেছে, কিন্তু যারা তাঁর নিকট এসেছে তারা সত্য জেনেছে।

* যদি কেউ আমাদের নিকট আমাদের কথার প্রমাণ বা আমাদের দাবীর পক্ষে দলীল চায় তবে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে তাকে শান্ত করা উচিত।

* কাউকে সামনে দলীল দেয়ার পূর্বে এটা নির্ধারণ করে নেয়া উপকারী যে, অমুক প্রমাণ ও দলীলে কি তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গ্রাম্য লোকের সাথে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন।

* সঠিক প্রমাণ পাওয়ার পর বিষয়টি মেনে নেয়া সৌভাগ্যের বিষয় আর এর পরিবর্তে ভুল ধরে রাখা দুর্ভাগ্য।

* আল্লাহ পাক জড় বস্তুকেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় ও রাসূলের হুকুম পালনের সৌভাগ্য দান করেছেন।

* প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযা প্রকাশে অমুসলিম ঈমান নিয়ে আসতো।

এই কথা সবসময় মনে রাখবে যে, আমাদের শরীয়তে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করা জায়িয বা হালাল নয়। গাছপালা, পাথর, পশু ইত্যাদি ধর্মীয় নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নয়। তবুও তাদের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সিজদা করাটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা না করতে মানুষকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, ৪১১/২, হাদীস ১৮৫২-১৮৫৩)

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

হামযা নামের প্রভাব

প্রশ্ন: শুনেছি যে হামযা নামের বাচ্চারা খুব বেশি জ্বালালী ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে, এটা কি সঠিক?

উত্তর: যখনই এরকম কোন প্রশ্ন করতে চাইবেন তখন বরকতময় নাম সহকারে করা উচিত নয়। অবশ্য নামের প্রভাব হয়ে থাকে কিন্তু এই প্রশ্নের নামটি রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা ও প্রিয় সাহাবী হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুবারক নামের সাথে সম্পর্কীত, এর প্রভাব তো ভালো হবেই, মন্দ নয়। অনেক বেশি রুক্ষ, খুবই দুষ্ট ও জ্বালালী, কথায় কথায় রাগান্বিত ব্যক্তিকে বলে থাকে, তো হামযা নামের এই প্রভাব হতে পারে না। সাহাবিয়ে রাসূলের সাথে সম্পৃক্ততা অর্জন করার বরকতে এই নামটি রাখবেন, হামযা অর্থ হলো: সিংহ। আর এই নামটি অসংখ্য আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের হয়ে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রশ্নে বর্ণনাকৃত কথাটি কখনো শুনিনি।

(মাদানী মুযাকারা, ১৬ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

মামা শশুড়, চাচা শশুড় এবং তাদের সন্তানদের থেকে পর্দা

প্রশ্ন: মহিলারা কি তাদের মামা শশুড় (অর্থাৎ স্বামীর মামা), চাচা শশুড় (অর্থাৎ স্বামীর চাচা) আর তাদের সন্তানদের সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মামা শশুড়, চাচা শশুড় ও তাদের সন্তানদের সাথেও পর্দা করতে হবে। মনে রাখবেন! যার সাথে সর্বদার জন্য বিবাহ করা হারাম নয়, তাদের থেকে পর্দা করতে হয় আর তাদেরকে না-মাহরাম বলা হয়।

(মাদানী মুযাকারা, তারাবিহ নামাযের পর, ৭ রমযান শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

জানাযা নামাযে মৃতের দোয়া না পড়লে তবে?

প্রশ্ন: জানাযা নামাযে মৃতের জন্য যেই দোয়া পড়া হয় যদি সেই দোয়াটি পড়া না হয় তবে কি জানাযা হয়ে যাবে?

উত্তর: জানাযার নামাযে দোয়া পড়া না হলে জানাযার নামায হয়ে যাবে তবে দোয়া যদি মুখস্ত না থাকে তবে এই দোয়ায়ে মা'সুরা[১]

"اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

পড়ে নিবে অথবা তিনবার "رَبِّ اغْفِرْلِيْ" পড়ে নিবে, দোয়ার নিয়্যতে সূরা ফাতিহাও পড়তে পারবে, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তবে জানাযার নামাযের দোয়া মুখস্ত করা উচিত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৯, ৮৩৫। মাদানী মুযাকারা, ৯ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

মুসলমানের কাঁটা বিদ্ধ হলেও সাওয়াব অর্জিত হয়

প্রশ্ন: যদি কারো অঙ্গহানী হয়ে যায়, যেমন; হাত বা পা কেটে যায় তবে কি সে কোন ফযিলত বা সাওয়াব পাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি মুসলমানের কাঁটা বিদ্ধ হয়ে যায় তবে তাও তার জন্য গুনাহের কাফফারা (অর্থাৎ গুনাহ মুছে যাওয়ার কারণ) হয়ে থাকে, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের অসুস্থতা, পেরেশানি, ব্যথিত হওয়া, কষ্ট ও বেদনার মধ্যে যেই বিপদই এসে থাকে, এমনকি কাঁটাও যদি বিদ্ধ হয় তবে আল্লাহ পাক তা তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন। (বুখারী, ৩/৪, হাদীস: ৫৬৪১, মাদানী মুযাকারা, ২৩ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

কাঁচের দেয়ালের পেছন থেকে নামাযীর দিকে মুখ করা কেমন

প্রশ্ন: নামায আদায়কারীর সামনে কাঁচের দেয়াল থাকলে তবে নামাযীর সামনে তাকানো ব্যক্তি কি নামাযীর দিকে মুখকারী হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর: না, নামাযীর দিকে মুখ করে তাকানো বলা হবে না, কেননা নামাযী ও তার মাঝখানে কাঁচের দেয়ালের অন্তরাল রয়েছে, এজন্য নামাযীর দিকে মুখ করার ফলে কোন সমস্যা হবে না।

(মাদানী মুযাকারা, ২৩ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

সুন্নাতের এক রাকাতে একের অধিক সূরা পাঠ করা

প্রশ্ন: সুন্নাতের এক রাকাতে কি সূরা ফাতিহার পর একের অধিক সূরা পড়তে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! পড়তে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া, ১/৯৭। মাদানী মুযাকারা, ১৬ শাওয়াল শরীফ, ১৪৪৪ হিজরী)

জান্নাতে কি ঘুম থাকবে?

প্রশ্ন: জান্নাতে কি ঘুম থাকবে?

উত্তর: না। (মু'জামু আওসাত, ১/২৬৬, হাদীস: ৯১৯। মাদানী মুযাকারা, আসরের নামাযের পর, ২৩ রমযান শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

১. অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দোয়া।

ইসলামী বোনদের উচ্চ আওয়াজে কান্না করা কেমন?

প্রশ্ন: ইসলামী বোনেরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অথবা মদীনা শরীফের স্মরণে বা মদীনার বিচ্ছেদে উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন করা কেমন?

উত্তর: যদি পরপুরুষ অর্থাৎ না মাহরাম পর্যন্ত কান্নার আওয়াজ না পৌঁছে তবে উচ্চ আওয়াজে কান্না করাতে কোন অসুবিধা নেই। (মাদানী মুযাকারা, ৩০ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী)

অসুস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া করানো?

প্রশ্ন: কোন অসুস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের জন্য দোয়া করানো কেমন?

উত্তর: উত্তম। হাদীসে পাকে রয়েছে: অসুস্থ ব্যক্তির দ্বারা দোয়া করাও, কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ২/১৯১, হাদীস: ১৪৪১। মাদানী মুযাকারা, ৩০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

হাশরের ময়দান কোথায় হবে?

প্রশ্ন: হাশরের ময়দান কোথায় স্থাপিত হবে?

উত্তর: সিরিয়ার ভূমিতে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/২৩৫, হাদীস: ২০০৪২, ২০০৫১। মাদানী মুযাকারা, ৩০ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

নামাযে যদি সানা না পড়ে?

প্রশ্ন: নামাযে সানা পড়তে ভুলে গেলে তবে সিজদা সাহু করা কি জরুরী?

উত্তর: জি না, নামাযে সানা পড়া সুন্নাত আর সুন্নাত ছুটে গেলে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয় না, জেনে বুঝে সানা না পড়া উচিত নয়। (মাদানী মুযাকারা, ৭ যিলক্বদ শরীফ, ১৪৪৪ হিজরী)

যিলক্বদ মাসে বিবাহ করা

প্রশ্ন: যিলক্বদ মাসে কি বিবাহ করতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১১/২৬৫। মাদানী মুযাকারা, ১৬ শাওয়াল শরীফ ১৪৪৪ হিজরী)

ঝুলে থাকা বাবড়ি চুলের উপর মাসেহ করা

প্রশ্ন: যাদের চুল লম্বা, তারা কি অযুতে পাগড়ি না খুলে চুলের উপর মাসেহ করতে পারবে?

উত্তর: বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মাথা থেকে যেই চুল ঝুলে থাকে, সেগুলোর উপর মাসেহ করাতে মাসেহ আদায় হবে না। (মাদানী মুযাকারা, ১৩ রবিউল আখির শরীফ ১৪৪৫ হিজরী)

শাওয়াল মাসের

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

তারিখ	নাম/ ঘটনা	আরো জানার জন্য অধ্যয়ন করুন
১ শাওয়াল ৪৩ হিজরী	সাহাবীয়ে রাসূল মিশর বিজয়ী হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৯ হিজরী
১ শাওয়াল ২৫৬ হিজরী	আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৮ হিজরী এবং ফয়যানে ইমাম বুখারী।
৫ শাওয়াল ৬১৭ হিজরী	খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'র মুর্শিদ হযরত খাজা ওসমান চিশতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৪০ হিজরী
৬ শাওয়াল ৬০৩ হিজরী	শাহজাদায়ে গাউসে আযম হযরত আব্দুর রাজ্জাক জিলানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৮ হিজরী
১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'ও বেলাদত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৯-১৪৪৫ হিজরী এবং ফয়যানে ইমাম আহলে সুন্নাত
১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরী	ইসলামের সিংহ সুলতান নূরুদ্দিন মাহমুদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৮-১৪৩৯ হিজরী
১৫ শাওয়াল ৩ হিজরী	উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ, এই যুদ্ধে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র চাচা হযরত হামযা সহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৮-১৪৩৯ হিজরী এবং সীরাতে মুস্তাফা ২৫০-২৮৩ পৃষ্ঠা
শাওয়াল ৮ হিজরী	হুনাইন যুদ্ধের শহীদগণ	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৯ হিজরী এবং সীরাতে মুস্তাফা ৪৫৩-৪৫৭ পৃষ্ঠা
শাওয়াল ৩৮ হিজরী	সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সুহাইব বিন সিনান রুমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৯ হিজরী
১৫ শাওয়াল ৩ হিজরী	উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا 'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা শাওয়াল সংখ্যা ১৪৩৮ হিজরী

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা"র সংখ্যাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পড়ুন এবং অপরকেও শেয়ার করুন।

জীবনের শিক্ষা

অভিনন্দন

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উৎসাহিত করতেন এবং ভালো কাজের জন্য অভিনন্দন দিতেন। হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল সম্পর্কে বলুন? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অভিনন্দন! অভিনন্দন! নিঃসন্দেহে তুমি মহান বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছো। আর নিঃসন্দেহে এটি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য সহজ আমল, যার প্রতি আল্লাহ পাক খুশি হন। ফরয পড়ো এবং ফরয যাকাত আদায় করো। (মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালাসী, পৃ. ৭৬, হাদীস ৫৬০)

মানুষের চরিত্রের ভালো গুণাবলীর মধ্যে অপরকে তার ভালো কাজে অভিনন্দন দেয়া, তার প্রশংসা করা, তার এচিভমেন্টে (Achievement) স্বাগত জানানো এবং তার সফলতায় মুবারকবাদ দেয়াও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়, এক ধরনের হলো, যাদের আচরণ খুবই চমৎকার হয়ে থাকে যে, তারা অভিনন্দন, প্রশংসা ও মুবারকবাদ জানাতে কৃপণতা করে না, আর আরেক ধরনের মানুষ হলো, যারা তাদের সন্তান, ছোট ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, অধিনস্ত প্রভৃতির মধ্যে যখন কেউ বলে যে, আমি আজ এই সাফল্য অর্জন করেছি, আমি নতুন কিছু শিখেছি, এটি আমার অর্জন, যেমন; সন্তান তার রেজাল্ট কার্ড দেখালো যে, আমি ভাল নম্বর পেয়েছি, অফিস বা ফ্যাক্টরিতে জুনিয়র কেউ বললো যে, আমি সারা মাসে একটি ছুটিও করিনি, বন্ধু বললো যে, আমি অনলাইনে ইসলামী আহকামাত কোর্স শুরু করে নিয়েছি, ছোট ভাই বললো যে, আমি কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাশাপাশি এর হার্ডওয়্যার সম্পর্কেও শেখা শুরু করে দিয়েছি ইত্যাদি, এটা শুনে বক্তার মনতুষ্টি করা বা তাকে অভিনন্দন দেয়ার পরিবর্তে তার রি-অ্যাকশন নো লিফট করে আবেগহীন হয়ে যায়। তা দেখে বক্তার ভালো লাগেনা যে, আমি ভালোবেসে আমার সাফল্যের কথা তাকে শেয়ার করলাম কিন্তু সে উপযুক্ত কোন রেসপন্সও দিলোনা,। অতএব সে ভবিষ্যতে এমন মানুষের সাথে নিজের সাফল্য শেয়ার করাই ছেড়ে দেয়।

ছেলে পড়ালেখায় দুর্বল কেন হলো?

নো-লিফট এর এই আচরণ ক্ষতিও করতে পারে, এক লোকের ছেলে যখন তার নিকট নিজের মার্কশিট দেখানোর জন্য আনতো যে, আব্বু দেখুন আমি কতো ভালো নম্বর পেয়েছি, তখন তার বাবা সেদিকে তাকাতোই না বরং বলতো যে, আমি ব্যস্ত আছি, তোমার মাকে দেখাও। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ছেলে পড়ালেখায় দুর্বল হতে লাগলো। যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে অভিযোগ করা হলো তখন পরিস্থিতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর এই বিষয়টি জানা গেলো যে, সন্তানের মনে এই কথাটি গেঁথে গিয়েছিলো যে, আব্বার আমার পড়ালেখার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তো আমি কেনো পরিশ্রম করবো?

যাইহোক চুপচাপ বা উদাসীন মনোভাব পোষণ কারীদের চিন্তা করা উচিৎ যে, তার প্রতিক্রিয়ার কারণে বক্তা কি খুশি হচ্ছে? যদি তার অন্তর খুশি করার নিয়্যতেই আনন্দময় প্রতিক্রিয়া দেই তবে আমরা সাওয়াবও অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানোর ফযিলত

আল্লাহর শেষ নবী, মুহাম্মদে আরাবি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট ফরয সমূহ আদায়ের পর সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো মুসলমানের মন খুশি করা। (মুজামে কাবীর, ১১/৫৯, হাদীস: ১১০৭৯)

আল্লামা মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসের বর্ণনায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: ফরযে আইন অর্থাৎ ফরয নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ আদায় করার পর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যে, মুসলমানের মন খুশি করা। হোক তাকে কিছু দিয়ে বা তার দুঃখ ও কষ্ট দূর করে কিংবা মজলুমকে সাহায্য করে বা এছাড়া এমন প্রত্যেক আমল, যা মন খুশি করার মাধ্যম হয়। (ফয়যুল কাদির, ১/২১৬, ২০০ নং হাদীসের পাদটিকা)

অভিনন্দন কেন দাও না?

যাইহোক এটাও একটা প্রশ্ন যে, এই মানুষগুলো কেন এমন আচরন করে? এর বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে একটি হলো যে, তারা অন্যের কৃতিত্ব বা সাফল্যকে নিজের লেভেলের সাথে মিলিয়ে দেখে, তখন তারা এতে বিশেষ কিছু দেখে না যে, ভালো নম্বর পাওয়া, পুরো মাস ছুটি না করা, কোন নতুন কাজ শিখে নেয়া, এটি এমন কি বড় বিষয়? অতএব এই পর্যায়ে তারা মার খেয়ে যায়, অথচ যদি আগন্তুকের লেভেলে গিয়ে তার আনন্দকে অনুভব করার চেষ্টা করে তবে তাদের রি-অ্যাকশন ভিন্ন হবে, যেমন: "কয়েক কদম হাঁটা" আমাদের জন্য তেমন কিছুই নয়, কিন্তু এই কাজটি যদি শিশুরা প্রথমবার করে তাহলে সে অনেক খুশি হয় এবং তার পিতামাতার রি-অ্যাকশনও খুশিতে পরিপূর্ণ হয়, কেননা তারা শিশুর লেভেলে গিয়ে তার আনন্দকে অনুভব করেছে। যদি উদাসীনতা প্রদর্শনকারীরাও এমনই করে তবে তাদের রি-অ্যকশনও ভাল হবে, অতঃপর তারাও সামনের ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানাবে এবং তার খুশিতে অংশ নেবে। اِنْ شَآءَ الله

গ্রাম্যলোকদের

(পর্ব: ৫)

প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উত্তর

মুহাম্মদ আদনান চিশতী আত্তারী মাদানী

আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নিকট আরব শরীফের গ্রামে বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যে প্রশ্ন করতেন তন্মধ্যে ১৫টি প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তর চারটি পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে আরও ৪টি প্রশ্ন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উত্তর উল্লেখ করা হলো:

জান্নাতীদের জামা কি বুনা হবে? হযরত হাম্মান বিন খারিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার বলেছিলেন, اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে এমন হাদীস শুনাবো না, যা আমার কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।" لَمْ اَنْسَهُ بَعْدُ (সেটা শুনার পর) আমি আর ভুলিনি? একবার আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে হায়দার সাথে সিরিয়ার পথে বের হলাম। আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র কাছে আসলে তখন তিনি একটি হাদীস শরীফ শুনালেন এবং বললেন, আপনাদের উভয়ের সম্প্রদায় থেকে একজন কঠিন প্রকৃতির গ্রাম্যলোক এলো এবং বলতে লাগলো: يَا رَسُولَ اللّٰهِ . أَيْنَ الْهِجْرَةُ অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল, কোন দিকে হিজরত করতে হবে? إِلَيْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ অর্থাৎ আপনি যেখানে থাকবেন? নাকি কোনো নির্দিষ্ট ভূমি বা নির্দিষ্ট জাতির দিকে, (এটা বলুন) যখন আপনি যাহেরী হায়াত থেকে লাভ করবেন তখন কি হিজরত শেষ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন এবং তারপর বললেন: اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْهِجْرَةِ হিজরতের সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? সে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখানে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ. وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضْرَمَةِ অর্থাৎ যখন তুমি নামায কায়েম করো

এবং যাকাত প্রদান করো তবে তুমি মুহাজির, এ ক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু ইয়ামামার এলাকা হাদরামায় হোক না কেন। একটি বর্ণনায় এটাওরয়েছে যে, أَنْ تَهْجُرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ হিজরত হচ্ছে তুমি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা ত্যাগ করবে। অতঃপর একজন ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এটা বলুন যে, জান্নাতীদের পোশাক কি বুনা হবে নাকি জান্নাতের ফল বিদীর্ণ করে বের করা হবে? লোকেরা তার প্রশ্নে আশ্চর্য হলো, কিছু লোক তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলো, তখন আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: مم تَضْحَكُونَ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَالِمًا" তোমরা হাসছো কেন? এই বিষয়ে যে, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছে? কিছুক্ষণ চুপচাপথাকার পর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: জান্নাতীদের পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? সে বললো, "আমি (এখানে) আছি।" রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: بَلْ تُشَقَّقُ عَنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ (বুনা হবে না) বরং তা জান্নাতের ফল থেকে বের হবে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

(মুসনাদে আহমদ ১১/৪৮৯, হাদীস: ৬৮৯০। ১১/৬৬৫ হাদীস: ৭০৯৫)

ওমরাহ করা কি ফরয? হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে এসে প্রশ্ন করলো: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ অর্থাৎ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ওমরার সম্পর্কে বলুন সেটা কি ওয়াজিব? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: না, এটা ওয়াজিব নয় وَ أَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ অর্থাৎ যদি তুমি ওমরা করো তবে তা উত্তম।

(মুসনাদে আহমদ, ২২/২৯০, হাদীস: ১৪৩৯৬)

আমার জন্যে ইহাতে কি রয়েছে? হযরত মুসআ'ব বিন সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, গ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খেদমতে এসে বললেন, يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাকের নবী! আমাকে এমন একটি দোয়া শেখান যা আমি পাঠ করতে পারি। প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবে বলো: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا . سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি একা, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের মালিক, নেক কাজ করার ক্ষমতা ও পাপ থেকে বাঁচার শক্তি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই। যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সেই গ্রাম্যলোকটি জিজ্ঞেস করলো: هَؤُلَاءِ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. فَمَا لِي অর্থাৎ এই সব কথা তো আমার প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত, তাতে আমার জন্য কি রয়েছে? রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এভাবে বলো: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা

করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথ দেখান এবং আমাকে রিযিক দান করুন।

(মুসনাদে আহমদ, ৩/১৬২, হাদীস: ১৬১১)

সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: গ্রাম থেকে দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র নিকট উপস্থিত হলো, তাদের মধ্যে একজন আরয করলো: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষের মধ্যে উত্তম কে? রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عمله অর্থাৎ যার আয়ু দীর্ঘ ও নেক আমল রয়েছে। অন্য গ্রাম্য লোকটি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান অনেক বেশি, আমাকে এমন কোন আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারবো, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِن ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণে সর্বদা তোমার জিহ্বা সিক্ত রাখো। (মুসনাদে আহমদ, ২৯/২৪০, হাদীস: ১৭৬৯৮)

অন্য একটি হাদীসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: أَيُّ النَّاسِ شر অর্থাৎ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কে? রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ অর্থাৎ সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার আয়ু হয়দীর্ঘ এবং আমল হয়মন্দ। (তিরমিযী, ৪/১৪৮, হাদীস: ২৩৩৭)

ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন অ্যাল্লান শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের দীর্ঘ জীবনে, একজন ব্যক্তির এমন কাজ করা উচিত যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় এবং তার সন্তুষ্টি লাভকারী হয় এবং আমল ভালো হওয়ার মানে হলো সেই আমলটি সকল শর্তাবলী সহ আদায় করা। (দলিলুল ফালিহিন, ১/৩২৬, হাদীসের পাদটীকা: ১০৮)

হযরত ইমাম শরফুদ্দিন তাইয়্যিবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে দীর্ঘায়ু পায় এবং যার আমল ভালো কেননা দুনিয়াতে একজন ব্যক্তির নেক আমলের উদাহরণ হলো একজন ভালো ব্যবসায়ীর মতো, যে ব্যক্তি ব্যবসার জন্য মালামাল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, সে যদি ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে এবং তার দেশে নিরাপত্তার সাথে এবং উত্তম মুনাফা অর্জন করে ফিরে আসে, তবে সে কল্যাণ লাভ করে। তদ্রুপ, একজন ব্যক্তির বয়স তার মূলধন, তার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ তার নগদ অর্থ এবং নেক আমল তার মুনাফা, তাই তার পুঁজি অর্থাৎ বয়স যতো বেশি হবে তার লাভ অর্থাৎ নেক আমল ততো বেশি হবে এবং পরকাল তার দেশ। সুতরাং যখন সে স্বদেশে ফিরে আসবে তখন সে তার লাভের অর্থাৎ নেক আমলের পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

(শরহু তাইয়্যিবী, ৪/৪০৬, হাদীসের পাদটীকা:২২৭০)

হযরত ibvgvb বিন বশীর আনসারী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা উয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ! হযরত নোমান বিন বশীর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا এরও অল্পবয়সে সাহাবিয়ে রাসূল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। তিনি হযরত বশীর এবং হযরত আমারার পুত্র, ২য় হিজরীতে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহন করেন, হিজরতের পর আনসার সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ জন্মগ্রহন করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৭৬০)

জন্মের পর অনুগ্রহ প্রাপ্তি: তাঁর সম্মানীতা আম্মাজান তাঁকে নিয়ে রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে গুট্টি দিলেন (অর্থাৎ নিজের মুখে কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখে দেয়া) আর এই সুসংবাদ শোনালেন: এই (শিশু) প্রশংসনীয় জীবন অতিবাহিত করবে, শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৭৬০)

শৈশবের ঘটনা: তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ নিজের শৈশবের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, একদা রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে দুইটি গুচ্ছ দান করলেন আর ইশারা করে ইরশাদ করলেন: এটি তুমি খেয়ে নাও আর এটি তোমার আম্মুকে দিয়ে দিবে, আমি উভয় গুচ্ছ খেয়ে নিলাম। পরে হুযুর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আরয করলাম: সেগুলো আমি খেয়ে নিয়েছি, এটা শুনে রাসূলে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার (আদর করে) কান ধরে নিলেন। (আল ইসতিয়াব, ৪/৬১। মু'জামু আওসাত, ১/৫১৫, হাদীস: ১৮৯৯)

হাদীস বর্ণনা: তাঁর থেকে ১১৪টি হাদীসে মুবারকা বর্ণিত হয়েছে, (সিয়ারে আলামিন নুবালা, ৪/৪৯৪) অতএব এক বর্ণনায় তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন যে, নবীয়ে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরাশাদ করেন: দোয়া হলো ইবাদত, অতঃপর রাসূলে করীম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে করীমের এই আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ
سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহন করবো। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কারে বিমুখ হয়, তারা অবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে) (তিরমিযী, ৫/১৬৬, হাদীস: ৩২৫৮। পারা: ২৪, সূরা মু'মিন: ৬০) সিরাতুল জিনানে রয়েছে যে, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: এই বিষয়টি অবশ্যই জানা আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষের ইবাদত তাকে উপকার দিবে, এজন্য আল্লাহ পাকের ইবাদতে লিপ্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর যেহেতু ইবাদতের প্রকারের মধ্যে দোয়া একটি উত্তম প্রকার, এজন্য এখানে বান্দাদের দোয়া প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সিরাতুল জিনান, ৮/-তাফসীরে কবীর, সূরা মুমিন, ৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫২৭)

ওফাত: হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি ওফাতের সময় তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ৮ বছর ৭ মাস বয়সী ছিলেন। (মা'রিফাতুস সাহাবা লি আবি নুআইম, ৪/৩২০) তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সিরিয়া হিমসে ৬৪ হিজরীর শেষে অথবা ৬৫ হিজরীর শুরুর দিকে শাহাদাত বরণ করেন।

(সিয়ারে আলামিন নুবালা, ৪/৪৯৫। তারিখে ইবনে আসাকির, ৬২/১২৭)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম আহমদ রযা খান, আ'লা হযরত কেনো?

মুফতি হাশেম খান আত্তারী মাদানী

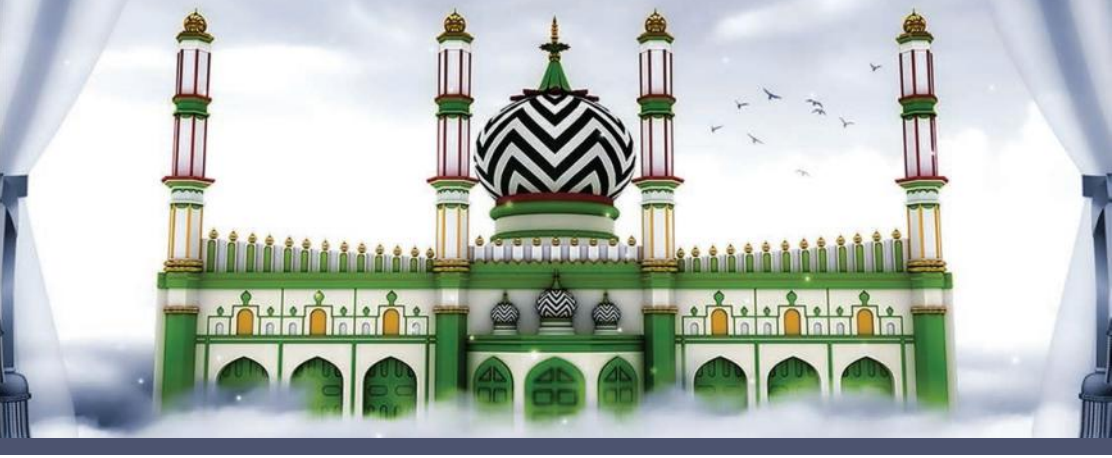

ইমাম আহমদ রযাকে আ'লা হযরত কিভাবে বলা হলো? এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার (Clear) যে, নাম এজন্য রাখা হয়, যেনো এর মাধ্যমে ঐ মনিষী অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে, যদি মানুষ নিজের সকল সন্তানদের নাম একই রেখে দেয় আর তাদের মধ্যে পৃথক করার জন্য আলাদা কোন শব্দ ব্যবহার না করে তাহলে তা দ্বারা শ্রোতাদের ও সম্বোধনকারীদের যেই কষ্ট ও পেরেশানী হবে তা সকলেই অনুমান করতে পারেন, আর মানুষের দেয়া ভালো উপাধিসমূহ সাধারণত তাদের জাহেরি ও বাতেনী বৈশিষ্ট্য ও খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা দেখে দেয়া হয়ে থাকে, সুতরাং যেই ব্যক্তি ইলম ও আমলের অধিকারী, দ্বীন ইসলামের জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করার প্রেরণা রাখে, খোদাভীতি সম্পন্ন ও ইশকে মুস্তফা যার পথপ্রদর্শক হয়, তবে তাকে দেয়া উপাধিসমূহও এমন হয়, যা তাঁকে নিজের সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করতে পারে, ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারটাও কিছুটা এমনই, তাঁর পরিবার জ্ঞান বান্ধব ছিলো এবং তাঁর যুগেও অনেক ইলমী মনিষী বিদ্যমান ছিলো কিন্তু তাঁদের সকলের মাঝে আল্লাহ পাক তাঁকে যেই মর্যাদা ও সম্মান দান করেছিলেন, যখন তা তাঁর পরিবারবর্গ ও অন্যান্য ইলমী মনিষীদের নিকট প্রকাশ পেলো তখন তাঁরা পৃথক পরিচিতির জন্য তাঁকে নিজেদের কথাবার্তায় আ'লা হযরত

বলা শুরু করে দিলেন, পরিচিতি ও পূর্ণতা এবং ফযিলত ও সম্মানের ক্ষেত্রে নিজের সমসাময়িকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এই শব্দটি নিজের প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্বের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে গেলো যে, আজ শুধু পাক ভারতের জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝে নয় বরং সারা বিশ্বের আশিকানের রাসূলের মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে আর এখন গ্রহনীযোগ্যতার স্তরে এমনভাবে পৌঁছে গেছে যে, পক্ষে কি বিপক্ষে! কারো মজলিসেও আ'লা হযরত বলা ব্যতীত ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই (Introduction) পূর্ণ হয় না। (সাওয়ানিহে আ'লা হযরত, ৫ পৃ:)

যেমনিভাবে প্রতিটি ফুলকে গোলাপ বলা হয় না, তেমনিভাবে আ'লা হযরতের যুগে এবং পরবর্তীতেও হযরত তো অনেক অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেককে আ'লা হযরত বলা হয় না।

কুমন্ত্রণা: যদি শয়তান এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমরা তো আ'লা হযরতকে নিজেদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরচেয়েও বড় করে ফেলেছো, কেননা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তো শুধু হযরত বলা হয় আর ইমাম আহমদ রযাকে তোমরা আ'লা হযরত বলছো?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: এর উত্তর দেয়ার পূর্বে একটি নিয়ম মনে রাখুন যে, তুলনা (Comparison) তখনই হয়ে থাকে যখন তা সমসাময়িকের সাথেই হয়ে থাকে পূর্ববতীদের সাথে নয়, যেমন; হানাফিদের মহান বুযুর্গ, আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্য "ইমামে আযম" শব্দটি উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এটা তাঁর যুগের অন্যান্য আয়িম্মায়ে ইসলামদের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা হয়, যদি তাঁর তুলনাও তাঁর পূর্ববর্তীদের সাথে করা হতো তবে তাঁর জন্যও ইমামে আযম বলাতে একই আপত্তি হতো, যা ইমামে আহলে সুন্নাতকে আ'লা হযরত বলার ব্যাপারে হচ্ছে অথচ বড় বড় ওলামায়ে ইসলাম এই উপাধি (অর্থাৎ ইমামে আযম) কে হানাফিদের মহান বুযুর্গ আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত এর জন্য ব্যবহার করেছেন আর এখনো পর্যন্ত কোন ইসলামী চিন্তাবিদ এর ব্যাপারে আপত্তিও করেনি, অনুরূপভাবে শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্য আ'লা হযরত উপাধী তাঁর সমসাময়িক যুগের মানুষের তুলনায় বলা হতো, অতএব শয়তানের এই টানাটানিতে নবীর যুগে পৌঁছে যাওয়া অতঃপর মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়া নিজের মাঝে পাওয়া আবর্জনাগুলোর মধ্যে একটি আবর্জনাকে প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নে এখন কিছু এমন বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, যা প্রত্যেক আশিকে রাসূলকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে যে, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের সমসাময়িক এবং পরবর্তিদের জন্য আলা হযরতই।

আহলে সুন্নাতের ইমাম ও ফিতনা দূরকরণ: আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কষ্টের যুগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পথপ্রদর্শক ছিলেন, যখনই চোখ খুলেছেন তখন পুরো ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলো,

তখন মুসলমানরা স্থানীয়ভাবে আরও অনেক সমস্যার সম্মুখিন ছিলো, ঐসব সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক বিষয় ছিলো যে, মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে কাফির ও মুশরিকগণ এবং বিদআতীদের অনেক দল মুসলমানদের মৌলিক আকিদা ও মতাদর্শ থেকে শুরু করে আদর্শ ও বিষয়াদির মধ্যে অনেক ধরনের সন্দেহ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছিলো এবং কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থি আকিদা ও মতাদর্শ প্রচারের অপচেষ্টা করছিলো, প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেই মতাদর্শ বুযুর্গানে দ্বীনেরা কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে সঠিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ও অনুসরণকারীরা এর উপর প্রত্যেক যুগে আমল করেছে, সেগুলোকে শুধু শরীয়তের পরিপন্থি নয় বরং কুফর ও শিরক সাব্যস্ত করে সম্মিলিতভাবে সমস্ত উম্মতের উপর কুফর ও শিরকের ফতোওয়া লাগানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো, অনুরূপভাবে নাস্তিক ও মুরতাদদের ফিতনাও প্রবল ছিলো আর তাও মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমন করছিলো, এহেন পরিস্থিতিতে আ'লা হযরত একা এসব ফিতনার মোকাবেলা করার জন্য ময়দানে নেমেছেন আর কুরআন ও সুন্নাতের পতাকা উত্তোলন করে প্রতিটি ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াই ও তা প্রতিরোধ করার জন্য হককে তুলে নিয়েছেন আর বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হেফাযতের ব্যাপারে যথার্ত ও সফল প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু ভারত উপমহাদেশের নয় বরং সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন আর এখন বর্তমান বিশ্বের মধ্যে যখনই লোক এসব ফিতনা সমূহের মধ্য হতে যেকোন নতুন অথবা পুরাতন ফিতনা দেখে তখন এর মোকাবেলা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখনীর জিহাদে দেখতে পাবে এবং এর বরকত দ্বীন ও ঈমানকে হেফাযত করার ক্ষেত্রে সফল হবে, তখন নিজের দিন ও রাত এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও উজ্জল নক্ষত্র এবং শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফিযে বুখারী হযরত মাওলানা অসি আহমদ সুরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু বাণী মুসলমানদের মহান শায়খ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভক্তি ও অনুগ্রহের অনুভূতি প্রকাশ করে, আ'লা হযরতের শাগরিদ ও খলিফায়ে আলা হযরত বর্ণনা করেন যে, একবার (মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ) সৈয়দ মুহাম্মদ মুহাদ্দিস কাছোছোভী হযরত মুহাদ্দিস সুরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদীর হাতে বায়হাত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন কিন্তু কারণ কি যে, আপনি আ'লা হযরতকে যেভাবে ভালোবাসেন সেভাবে অন্য কাউকে ভালোবাসেন না, এতে মাওলানা অসি আহমদ সুরতী বললেন: সকলের বড় দৌলত সেই ইলম নয়, যা আমি মৌলভী ইসহাক মুহাশশি বুখারীর মধ্যে পেয়েছি আর সেই বায়আত নয় যা গঞ্জ মুরাদাবাদীর মধ্যে নসিব হয়েছে বরং তা হলো ঈমান যা হলো মুক্তি, যা আমি শুধুমাত্র আ'লা হযরত থেকে পেয়েছি।

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১৩৭ পৃ:)

দেখা যায় যে, আ'লা হযরতকে আ'লা হযরত বলার জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট, কেননা আ'লা হযরতের অর্থ হলো নিজের সময়ের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব আর আমরা দেখি যে, উপরোক্ত যেসব ফিতনার কথা আলোচনা করা হয়েছে তা প্রতিহত করা এবং সাধারণ ও বিশেষ মুসলমানদের মাঝে হক ও বাতিলের পরিচয় তুলে ধরতে আ'লা হযরত শুধু নিজে দায়িত্ব নেননি বরং নিজের খলিফা ও শীর্ষদেরকেও এর প্রতি তাকিদ দিয়ে রেখেছিলেন এবং বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে হকের পক্ষে একজন বীর সিপাহি ছিলেন, যা আ'লা হযরত ইলমী নির্দেশনার মাধ্যমে হকের খাতির নিজের বক্তব্য ও লিখনীর পারদর্শিতার দ্বারা ব্যবহার করেছিলেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিকারী ও বুযুর্গুদের স্মরণ

এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই যে, আ'লা হযরতের পবিত্র সত্তা আরও বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতার অধিকারী ছিলো যার উপর ভিত্তি করে আ'লা হযরতকে আ'লা হযরত অর্থাৎ নিজের সমসাময়িক সময়ের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব বলা হয়েছে এবং তা নির্ভুলভাবে বলা হয়েছে, যেমন; যদি এটা দেখা হয় যে, আ'লা হযরত যেসব জ্ঞান ও বিষয়ের উপর দক্ষতা রাখতেন, তাঁর সময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে এমনটি দেখা যায় না যে এককভাবে এতো বেশি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপর পারদর্শি ছিলো, প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তি থেকে এই বিজ্ঞানের আধুনিক রূপের শাখা পর্যন্ত আ'লা হযরতের এমন পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিলো যে, তা থেকে ঐসব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও আকাবিরদের কথা স্মরণ হয়ে যেতো।

কুরআন ও সুন্নাত এবং সেগুলো থেকে বের করা ইলমের ব্যাপারেও আ'লা হযরতের অধ্যয়নের প্রশস্ততা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা অবলোকনকারীদের বাকরুদ্ধ করে দিতো এবং এখনো পর্যন্ত তাঁর কিতাবাদি ও ফতোওয়া পাঠকগণ এই দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে এটা বলতে বাধ্য হয়ে যায় যে, যদি তাঁকে আ'লা হযরত বলা না হতো তাহলে তাঁর মর্যাদা ও শানের স্বীকৃতিতে অনেক স্বল্পতা রয়ে যেতো।

ইমাম আহমদ রযা আ'লা হযরত হিসেবে আলিমদের দৃষ্টিতে

উপরোক্ত আলোচনায় ইমামে আহলে সুন্নাতের যে কয়েকটি বিশেষত্ব বর্ণনা করেছি তা এবং এগুলো ছাড়াও আরও অনেক বিশেষত্বের বর্ণনা প্রত্যেক যুগের ওলামাগণ করেছেন এবং সায়্যিদি আ'লা হযরতের খেদমতের প্রতি শ্রদ্ধা পেশ করেছেন, মনে রাখবেন যে, এই ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র ওলামা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং আরব ও অনারব যেখানে যেখানে সেই ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে, সেখান থেকে প্রশংসা ও সুনামের উপহার তাঁর দরবারে পেশ করা হয়েছে, নিচে আমি প্রথমে আরব বিশ্বের এরপর অনারবি বিশ্বের শুধুমাত্র কয়েকজন

আলিমের পক্ষ থেকে প্রশংসামূলক বাণীসমূহ উপস্থাপন করছি, যা এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আ'লা হযরত শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক লোকের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত ছিলেন না বরং আরব ও অনারবের আলিমগণ তাঁর ইলম ও অনুগ্রহের ভক্ত ছিলেন।

(১) শায়খ আব্দুল্লাহ নাবলুসী মাদানী বলেন: তিনি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি এই যুগ ও এই সময়ের নূর, সম্মানীত মাশায়িখ ও বিজ্ঞদের সর্দার ও দৃষ্টান্তহীন যুগের রত্ন।

(সারতাজুল ফুকাহা, ৭ পৃ:)

(২) দামেস্কের আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আল কাসেমী লিখেন: তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার এমন অধিকারী, যার সামনে বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ নগণ্য, তিনি ফযলের পিতা ও সন্তান, তাঁর ফযিলতের প্রতি বিশ্বাস শত্রু ও বন্ধু উভয়ের মাঝে রয়েছে এবং তাঁর উপমা মানুষের মধ্যে খুব কমই রয়েছে। (প্রাগুক্ত: ৮ পৃ:)

(৩) শায়খ মুহাম্মদ বিন আত্তার দালজাভী বলেন: নিশ্চয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই যুগে মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরামের বাদশাহ এবং তাঁর সকল আলোচনা সত্য (অর্থাৎ তাঁর বাণী) আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযার সমূহের মধ্যে একটি মু'জিযা, যা আল্লাহ পাক তাঁর হাতে প্রকাশ করেছেন।

(ফাযিলে বেরলবী, ওলামায়ে হিজায কে নযর মে, ২৮ পৃ:)

(৪) ডক্টর মুফতি সৈয়দ শুজাআত আলী কাদেরী বলেন: আ'লা হযরতের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলি ও শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর ন্যায় তাকওয়া ছিলো, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের গভীর দূরদর্শিতা ছিলো, রাযি ও গাযালির মতো দলিল ভিত্তিক ছিলেন, তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও মানসুর হাল্লাজের মতো কালিমাতুল হকের ভূমিকা রাখতেন, ইসলামের শত্রুদের জন্য اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ এর তাফসীর ও আশিকানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

(ফাযিলে বেরলবী অর তরকে মুওয়ালাত, ৫৩ পৃ:)

(৫) ভারত উপমহাদেশের পরিচিত মুখ ডক্টর ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী বলেন: হযরত মাওলানা আহমদ রযার ব্যাপারে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, দ্বীনের জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি যেই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা বর্তমান সময়ে উপমাহীন ছিলো, দ্বিতীয়ত ইলমের ক্ষেত্রেও গভীর পারদর্শিতা অর্জিত ছিলো। (খায়াবানে রযা, ৪৩ পৃ:)

নতুন লেখক

হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام"র কুরআনী গুণাবলী

মুহাম্মদ ওসমান সাঈদ
ষষ্ঠ শ্রেণী জামিয়াতুল মদীনা শাহ আলম মার্কেট লাহোর

তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নাম মোবারক ইলিয়াস এবং তিনি হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام'র বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত, পবিত্র কুরআনে তার নাম ইলইয়াসিনও রয়েছে, এটিও ইলিয়াসের একটি অভিধান, যেমন সিনা এবং সিনিন উভয়টিই তুর পাহাড়ের নাম, তদ্রুপ ইলিয়াস এবং ইল ইয়াসিন উভয়টি একই সত্তার নাম। আসুন! পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام'র ৬টি গুণাবলী অধ্যয়ন করি:

(১) পরিপূর্ণ ঈমানদার: তিনি عَلَيْهِ السَّلَام উচ্চ পর্যায়ের ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ পাকের বাণী হল:

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সে আমার উন্নত মর্যাদাশীল পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১৩২)

(২) রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান: পবিত্র কুরআন শরীফে তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের বাণী হচ্ছে:

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় ইলিয়াস পয়গাম্বরদের অন্যতম।

(পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১২৩)

(৩) পরবর্তী উম্মতের মধ্যে উত্তম আলোচনার স্থায়িত্ব: মহান আল্লাহ পাক পরবর্তী উম্মতের মধ্যে তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام উত্তম আলোচনা স্থায়ী রেখেছেন, যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে:

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর আলোচনা স্থায়ী রেখেছি।

(পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১২৯)

(৪) বিশেষ সালাম: মহান আল্লাহ পাক তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নাম মোবারক নিয়ে তার প্রতি বিশেষ সালাম প্রেরণ করেন সুতরাং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ یَاسِیْنَ ﴿۱۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শান্তি বর্ষিত হোক ইলইয়াসের উপর। (পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১৩০)

(৫) প্রেরণ এবং সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীন প্রচার: মহান আল্লাহ পাক হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام কে বা'লাবাক্কু সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, অতএব তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁরসম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়েবলেন:

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾
اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْنَ ﴿۱۲۵﴾
اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۲۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন সে আপন সম্প্রদায় কে বলল, তোমরা কি ভয় করছো না? তোমরা কি বা'আল এর পূজা করছো আর বর্জন করছো সর্বাপেক্ষা উত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে যিনি প্রতিপালক তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদার। (পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১২৪-১২৬)

(৬) জাতির মিথ্যা প্রতিপন্ন করা: জাতি হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام'র উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তেআল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর রিসালতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। এ জাতির কাফেররা কিয়ামতের দিন অবশ্যই খোদায়ী শাস্তি ভোগ করবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদের বিপরীতে, আল্লাহ পাকের মনোনীত বান্দা যারা হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام'র প্রতি ঈমান এনেছিলো, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে রয়েছে:

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾
اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ﴿۱۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করলো, সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ।(পারা: ২৩, সাফফাত, আয়াত: ১২৭-১২৮)

আল্লাহ পাক তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কে অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন যেমন পাহাড় এবং পশুদেরকে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বশীভূত করে দেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সত্তরজন সম্মানিত নবীগণের শক্তি দান করেছেন। ক্রোধ, মহিমা এবং শক্তি ও ক্ষমতায় তাঁকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র সমপর্যায়ের বানিয়ে দেন।

(সাভী, আস-সাফফাত, ১২৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১৭৪৯পৃষ্ঠা)

হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام'র মত তিনিও জীবিত। ঐতিহাসিকগণ ও মুফাসসিরগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিতআলোচনা করেছেন যে, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام জীবিত এবং কিয়ামতের সন্নিকটে মৃত্যুবরণ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবীদের জীবনী পড়ার, বোঝার এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দানকরুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হাদীসের আলোকে অন্যায়ভাবে হত্যার নিন্দা

জমীর আহমদ আত্তারী

(দরজায়ে সালিসা, মার্কাযী জামিয়াতুল-মদীনা ফয়যানে মদীনা জোওহর টাউন লাহোর)

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, জেনে বুঝে একজন মুসলমানকে হত্যা করা প্রকৃতি বিরোধী, অতএব ইসলাম অন্যায়ভাবে হত্যার তীব্র নিন্দা করেছে, সুতরাং মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ
جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে- বুঝে হত্যা করে, তবে তার বদলা জাহান্নাম, দীর্ঘদিন তাতে থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিশম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা শাস্তি। (পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৯৩)

(১) পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও বড় ধ্বংসযজ্ঞ: আল্লাহ পাকের নিকট একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে সমগ্র বিশ্বজগতের ধ্বংস হওয়া হালকা।

(মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬/২৩৪, হাদীস: ২৩১)

(২) ইবাদত কবুল হয় না: যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলো, আল্লাহ পাক তার নফল বা ফরয কোনো ইবাদত কবুল করবেন না। (আবু দাউদ, ৫/১৩৯, হাদীস: ৪২৭০)

(৩) নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীরগলা চেপে ধরবে: মহান আল্লাহ পাকের দরবারে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে পাকড়াও করে উপস্থিত হবে, তখন তার ঘাড়ের শিরা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, সে আরয করবে: হে আমার প্রতিপালক! একে জিজ্ঞেস করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করলো? আল্লাহ পাক হত্যাকারীকে জিজ্ঞেস করবেন: তুমি তাকে কেন হত্যা করেছিলে? সে বলবে: আমি তাকে অমুকের সম্মানের স্বার্থে হত্যা করেছি, তাকে বলা হবে: সম্মান তো কেবল আল্লাহরই জন্য। (মুজামে আওসাত, ১/২২৪, হাদীস: ৭৬৬)

(৪) সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যার বিচার: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম লোকদের মাঝে অন্যায়ভাবে হত্যার বিচার করা হবে।

(মুসলিম, ৭১১পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৮১)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেছেন: মনে রাখবেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে এবং বান্দার হকসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যা ও রক্তপাতের, অথবা নেকীর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে এবং গুনাহের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হত্যার হিসাব হবে। (মিরাতুল-মানাজিহ, ২/৩০৬, ৩০৭)

আমাদের সমাজ যেখানে অন্যান্য নানা অপকর্মে জড়িত, সেখানেই অন্যায়ভাবে হত্যাও সমাজে বেড়ে চলেছে। সামান্য বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক

হয় এবং অজ্ঞরা তৎক্ষণাৎ হত্যার জন্য তৈরি হয়ে যায়, উত্তরাধিকার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া, ছেলেমেয়েদের মারামারি নিয়ে ঝগড়া, কোনো পশু অন্যের জমির ক্ষতি করলে ঝগড়া, কারো কার বা মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে যদিওবা কোনো ক্ষতি না হয় তবুও ঝগড়া, মাঝে মাঝে এই ঝগড়ার শেষটা হয় হত্যার মাধ্যমে। এমন মনে হচ্ছে যেনো জাহেলী যুগ ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো আমাদের ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা, নিজেদের মধ্যে ধৈর্য, সাহস ও সহ্যশক্তির চেতনা সৃষ্টি করা, খোদাভীতি, নবীপ্রেম এবং জাহান্নামের ভয় যদি প্রতিটি হৃদয়ে জন্ম নেয়, তাহলে সমাজকে এই অশুভ রোগ থেকে মুক্তি পেতে সময় লাগবে না। আল্লাহ পাক আমাদের সমাজ থেকে এই কবিরা গুনাহ দূর করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাসকের অধিকার

আবু সাওবান আব্দুল রহমান আত্তারী

(দরজায়ে সাবিয়া, মার্কাযী জামিয়াতুল-মদীনা ফয়যানে মদীনা জোওহর টাউন লাহোর)

যে কোনো সমাজে সঠিকভাবে জীবনের বিষয়গুলোপরিচালনার জন্য একজন শাসক বা আমীর থাকা জরুরী, তা শহুরি জীবন হোক বা গ্রামীণ জীবন, শাসক বা আমীর ব্যতীত যে কোনো স্থানের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকতে পারে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শাসক সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অধীনস্থদের সমর্থন পাবে না। বিবেচনা করলে জানা যাবে যে, কোনো সমাজের মধ্যেই অশান্তিবিস্তারে সবচেয়ে বড় বাধা শাসক ও প্রজাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং নিজেদের উপর আরোপিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা, তাই এই বিষয়টি জানা অতীব জরুরি যে, শাসক এবং অধীনস্থরা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অধীনস্থদের উপর শাসকের কিছু অধিকারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করুন: মহান আল্লাহ পাক তাঁর মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৫৯)

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, মুসলমান শাসকদের আনুগত্য করারও নির্দেশ রয়েছে যতক্ষণ তারা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

থাকে আর যদি তারা সত্যের বিরুদ্ধে আদেশ দেয় তাহলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

(সীরাতুল জিনান: ২/২৩০)

ইসলামী শাসকের ৫টি অধিকার

(১) আনুগত্য করা: যে ব্যক্তি কোন উপায়ে ইসলামী শাসক হয়েছে তার আনুগত্য ও বাধ্যগত হওয়া প্রত্যেক মানুষের উপর ওয়াজিব, কিন্তু শর্ত হলো তা যেন শরীয়ত মোতাবেক হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমীরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো এবং যে আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (বুখারী, ২/২৯৭, হাদীস: ২৯৫৭)

(২, ৩) ভালোর জন্য কৃতজ্ঞতা এবং মন্দের জন্য ধৈর্যধারণ করা: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইসলামী শাসক হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া, এবং যখন সে তোমাদের সাথে সদাচরণ করে তখন এর বিনিময়ে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং তোমাদের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক আর যদি অসদাচরণ করে তবে তার গুনাহ তারই উপর বর্তাবে, এক্ষেত্রে তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৫, হাদীস: ৭৩৬৯)

(৪) তাদের সম্মান করা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا'র মহান বাণী হলো: শাসকদের সম্মান প্রদর্শন করো কারণ তারা যতক্ষণ ন্যায়বিচার করবে ততক্ষণ পৃথিবীতে আল্লাহর শক্তি ও ছায়া হয়ে থাকবে।

(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোখি বাতে, ১/১৮৭)

(৫) সদ্ব্যবহার করা: ইসলামী শাসকের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত, যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তবে সুন্দরভাবে তাকে সতর্ক করা উচিৎ, তাকে বরং সমস্ত মুসলমানকে সঠিক, সত্য এবং উত্তম পদ্ধতিতেউপদেশ দেওয়া উচিত। সুতরাং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اُدْعُ اِلٰى سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা।

(পারা: ১৪, সুরা: নাহল, আয়াত: ১২৫)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অধিকারগুলো পালন করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সহানুভূতি

সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

আপু...আপু...! তাড়াতাড়ি খাবার দিন, আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে। নান্নে মিয়া আপু আপু ডাকতে ডাকতে কিচেনে এলো তখন আপু ছাড়াও আম্মুর সামনেও পড়লো।

নান্নে মিয়া! আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে, আপনি স্কুল থেকে এসে ইউনিফর্ম পরিবর্তন ও ফ্রেশ হওয়ার পূর্বেই ক্ষুধা ক্ষুধা বলে চিৎকার করেন আর খাবার খাবার বলে ঘিকির শুরু করে দেন। ভালো তো আছেন না! আম্মু Good manners স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন।

আজকাল তো নান্নে মিয়া স্কুলের লাঞ্চও পুরোপুরি খেয়ে নিচ্ছে, অন্যথায় আগে তো অর্ধেক লাঞ্চ বাঁচিয়ে রাখতো, তার পেটে পোঁকা হয়নি তো? আপুও মজা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুভূতি প্রকাশ করলো।

আরে আল্লাহ না করুক! কেমন কথা বলছো, তুমিও কেন আমার ছেলেকে মা-মেয়ে মিলে ধমক দিচ্ছো, যান! নান্নে মিয়া দ্রুত ইউনিফর্ম পরিবর্তন করে ফ্রেশ হয়ে নিন, ততক্ষণে খাবারও প্রস্তুত হয়ে যাবে, দাদি আসতেই আদুরে নান্নে মিয়ার সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করলেন, তখন নান্নে মিয়া সেখান থেকে চলো গেলো।

একটু পর সকলে দস্তরখানায় বসে কোরমার স্বাদ উপভোগ করছিলো, দাদি বলে উঠলো: নান্নে মিয়া! খাওয়ার পর আমার রুমে আসবেন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে।

জি দাদীজান! নান্নে মিয়া আদব সহকারে উত্তর দিলো।

নান্নে মিয়া খাবার শেষ করে খাবারের পর অযু করেই দাদির রুমে পৌঁছে গেলো আর দাদি কথায় তার নিকটেই বসে গেলো।

দাদিজান: আপনি কিচেন থেকে যাওয়ার পর আপনার আম্মু আমাকে কিছু কথা বলেছে, একটি হলো যে, আপনি আগে লাঞ্চ বাঁচিয়ে নিয়ে আসতেন আর এখন সম্পূর্ণ শেষ করে নেন অথচ তা আপনার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে কিন্তু তারপরও আপনি ঘরে ফিরে এসে খুবই ক্ষুধার্ত থাকেন, দ্বিতীয়টি হলো যে, আপনার নিকট পিন্সিল, ইরেযার, শার্পনার ইত্যাদি স্টেশনারিও

প্রতিদিন স্কুলেই হারিয়ে যায়, তৃতীয়ত হলো যে, আপনি কিছুদিন ধরে উদাস উদাস হয়ে থাকেন। দাদু! যদি আপনার কোন পেরেশানী থাকে অথবা আপনি আমাদের থেকে কোন বিষয় গোপন করে থাকেন তবে বলে দিন! হয়তো আমি আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবো।

নান্নে মিয়াঃ দাদিজান! বিষয়টি হলো যে, আমি আমার লাঞ্চ ও স্টেশনারি আমার সহপাঠি হুযায়ফার সাথে শেয়ার করি, কেননা সে কিছুদিন ধরে লাঞ্চ আনছে না, সমস্ত শিশুরা নিজেদের লাঞ্চ করে তখন হুযায়ফা Head down করে থাকে, একবার আমি তাকে প্রতিদিন লাঞ্চ না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললোঃ আমার আব্বুর দুইমাস ধরে কোন কাজ নেই, আমাদের অবস্থা খুবই Disturb হয়ে গেছে, এজন্য আম্মু স্কুলের জন্য আলাদা করে লাঞ্চ দিতে পারছেন না আর আব্বু স্টেশনারির জিনিসপত্রও দিতে পারছেন না।

দাদিজানঃ আপনার উদাস থাকার বিষয়টি তো এখনো বুঝতে পারছিনা।

নান্নে মিয়াঃ দাদিজান উদাস হওয়ার কারণ হলো যে, হুযায়ফা বলেছেঃ আমার আব্বু গত দুই মাস ধরে স্কুলের বেতন Submit করতে পারেনি, এখন হয়তো আমার ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

দাদিজান! নান্নে মিয়া! কাউকে সাহায্য করা ও তার পেরেশানী দূর করা তো অনেক ভালো কাজ বরং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে (ব্যক্তি) কোন মুমিনের দুনিয়াবি পেরেশানীর মধ্য হতে কোন পেরেশানী দূর করবে, আল্লাহ পাক তার কিয়ামতের দিনের পেরেশানীর মধ্য হতে কোন (এক) পেরেশানী দূর করে দিবেন, যে (ব্যক্তি) কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উপর সহজতা করবে, আল্লাহ পাক তার উপর দুনিয়া ও আখিরাতে সহজতা দান করবেন। (মুসলিম, ১০৬৯, হাদীসঃ ৬৫৭৮)

কিন্তু নান্নে মিয়া আপনি তো এখনো শিশু, আপনার উচিত ছিলো যে, আপনি নিজে থেকে সাহায্য করার পরিবর্তে পরিবারের বড়দের বলা, যাতে বড়রাই সহায়তার কোন সঠিক পদ্ধতি বের করতে পারেন।

নান্নে মিয়াঃ সরি দাদিজান! ভবিষ্যতে আমি খেয়াল রাখবো। اِنْ شَآءَ اللّٰه

দাদিজান! সাব্বাস! এখন যান আমি আপনার আব্বুর সাথে এই ব্যাপারে কথা বলে কোন সমাধান বের করুন।

নান্নে মিয়াঃ (মুচকি হেসে) শোকরিয়া দাদিজান!

তিনদিন পর আব্বু নান্নে মিয়াকে বলছিলেনঃ বৎস! হুযাইফার বাবা এখন আসার কোম্পানিতে জব করছে, এখন আর তার ভর্তি বাতিল হবে না, এই জন্য এখন আর আপনার উদাস হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনি এই কথাটি হুযায়ফা বা অন্য কোন শিশুকে বলবেন না।

নান্নে মিয়াঃ জি আব্বু! আমি কাউকে বলবো না।

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

শাওয়ালুল মুকাররম ইসলামী বছরের দশম মাস। এতে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা উরস রয়েছে, তার মধ্যে ৯৭ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "ফয়যানে মদীনা শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৮ হিজরী থেকে ১৪৪৪ হিজরী পর্যন্ত" সংখ্যাগুলোয় করা হয়েছে। আরও ১২ জনের পরিচিতি অবলোকন করুন:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان:

* হুনাইন যুদ্ধের শহীদগণ: এই যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পর ১০ শাওয়াল ৮ম হিজরীতে মক্কা থেকে তায়েফ অভিমুখে ৩০ কিলোমিটার দূরে হুনাইন নামক স্থানে বানু হাওয়াযিন এবং বানু সাকিফ এর সাথে সংঘটিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার এবং কাফেরের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার, মুসলমানরা বিজয়ী হয় এতে ৪জন সাহাবায়ে কিরাম শহীদ হন। (মুসাওয়িরে গাজওয়াতিন নবী, পৃ. ৫৬)

(১) হযরত ইয়াসার রায়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম ছিলেন, যাকে বনু মাহারিব ও সাআলাবা যুদ্ধে (টীকা: একে গাতফান যুদ্ধ বা যী আমর যুদ্ধও বলা হয়, এটি রবিউল আউয়ালে নজদ ভূমিতে সংঘঠিত হয়েছিলো) পেয়েছিলেন, ভালোভাবে নামায পড়ার কারণে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের উটনী চড়ানোর খেদমত নিযুক্ত করেন, শাওয়াল ৬ষ্ট হিজরীতে বনু উরাইনা ও উকল যে, মুরতাদরা তাকে শহীদ করে দেয়, তাকে কুবা নামক স্থানে (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী) এনে দাফন করা হয়। এই ঘটনার কারণে সারিয়ায়ে কুরয বিন জাবির হয়। (মারেফাতুস সহাবা লিআবি নুয়াইম, ৪২২/৪। মাগাযী আল ওয়াকিদি, মুকাদ্দামা, পৃ. ৩৩, ১৯৩/১, ৫৬৮/২। সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬/১১৫)

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

(২) কুতুবে ওয়াক্ত হযরত সাদিদ উদ্দিন হুজাইফা বিন কাতাদাহ মার'আশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মারাশে (কাহরামান জেলা, তুরস্ক) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ শাওয়াল ২৫২ হিজরীতে এখানেই ইন্তিকাল করেন, তিনি তাবে তাবেয়ী ,আলিম ও ফকিহ, ইবাদতগুজার, বিনয়ী, সহিষ্ণু স্বভাবের এবং কামিল ওলি ছিলেন। তিনি হযরত সুফিয়ান সাওরী ও হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর সাহচর্য লাভ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের থেকে খেলাফত লাভ করেন। হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন তাঁর বন্ধু এবং হযরত আবু হুবায়রা বসরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর খলিফা ছিলেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া ২৯৫/৮। তুহফাতুল আবরার, পৃষ্ঠা: ৪৩)

(৩) যুগের গাউস, হযরত আবু হুবায়রা আমিনুদ্দিন বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৬৭ হিজরীতে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ১২০ বছর বয়সে ৭ শাওয়াল ২৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি হাফিযে কুরআন, আলিমে দ্বীন ,সুফিয়ে বা'সাফা, অত্যধিক মুজাহেদাকারী এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন। কাশফ ও কারামত এবং খাওয়ারিক অভ্যাসে বিখ্যাত ছিলেন। অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত এবং প্রচুর নফল রোযা রাখতেন।

(তুহফাতুল আবরার, পৃ. ৪৪। একতিবাসে আনোয়ার, পৃ:২৫৮)

(৪) হযরত খাজা আরিফ রিওগারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৭ রজব ৫৫১ হিজরীতে বুখারার নিকটবর্তী রিওগারে (উজবেকিস্থান) জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই পহেলা শাওয়াল ৭১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা, পরহেযগারীতা ও দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত ও রিয়াযত এবং রুশদ ও হেদায়তে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(হযরতুল কুদস, ১/১৩৬। তারিখ মাশায়িখে নকশবন্দ, পৃ. ১৩০)

(৫) হযরত মুহাম্মদ ইসমাইল সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯৯৫ হিজরীতে মৌজা তরগরাঁ পোতোহারের মর্যাদাপূর্ণ খোখার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ শাওয়াল ১০৮৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তার মাযার মুবারক দরসে মিয়া ওয়াডা সাহেব মোগলপুর লাহোরে অবস্থিত। তিনি মাদারজাত ওলি, হাফিযে কুরআন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ, কারামত সম্পন্ন এবং অত্যধিক ফয়েয সম্পন্ন ছিলেন।

(তাহকিকাতে চিশতী পৃ: ৩৮৭ থেকে ৩৯৭)

(৬) খাজা মুজাহিদ হযরত শাহ গোলাম জিলানী সিদ্দিকী কাদরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১১৬৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ শাওয়াল ১২৩৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্য্যের অধিকারী, আলিমে দ্বীন, পীরে কামিল এবং হযরত শাহ বদরুদ্দিন আওহিদের প্রিয় পুত্র ছিলেন। তার মাজার শরীফ রেহতাক দুর্গের ভেতরে অবস্থিত।

(মিল্লাতে রাজশাহী, পৃ. ৯৭, ৯৬)

(৭) আমুল মুহতারাম ইমামুল মুহাদ্দেসিন, সূফীয়ে কামিল, হযরত মিয়াঁ সাহেব মাওলানা সৈয়দ নিসার আলী শাহ মাশহাদী কাদরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, এর জন্ম আনুমানিক ১২৪৫ সালে আলোয়ারের সৈয়দ পরিবারের হয় এবং এখানেই ৬ শাওয়াল ১৩২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি দরসে নিজামীর ফাযিল, জবরদস্ত আলিমে দ্বীন, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রাজশাহিয়া এবং সিলসিলায়ে চিশতিয়া সাবেরিয়ার শায়খে তরিকত ছিলেন। তিনি আলওয়ারের সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং সর্বসাধারনের প্রিয় ছিলেন, প্রসিদ্ধ সুন্নী

আলিমে দ্বীন, ইমামুল মুহাদ্দিসিন মুফতি সৈয়দ দিদার আলী শাহ মুহাদ্দিস আলওয়ারী এর ভাতিজা এবং খলিফা ছিলেন।

(সাইয়েদি আবুল বারাকাত, পৃ. ১১৭। রওশন তাহরিরে পৃ. ১৩৯)

উলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

(৮) উস্তাদ হযরত আল্লামা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল হারসি সবযমুনি বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাওয়ালুল মুকাররম ৩৪০ হিজরীতে ওফাত গ্রহণ করেন। তিনি কাসিরুল হাদীস, মুহাদ্দিসে আসর, যুগের ফকীহ, শায়খুল হানাফিয়া মা ওরাউন নাহার, উস্তাযুল উলামা এবং লেখক ছিলেন। তার রচনা কাশফুল আসার ফি মানাকিবে আবি হানিফাহ প্রকাশিত হয়েছে। (সিয়ারে আ'লামিন নুবালা, ১২/৮৭। কাশফুল আসার ফী মানাকিব আবি হানিফা, পৃ. ২০)

(৯) স্বাধীনতা যুদ্ধের মুজাহিদ হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ বাদায়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২২৩ হিজরীতে বাদায়ুন, ইউপি, ভারতে হয় এবং সম্ভবত শাওয়াল ১২৭৪ হিজরীতে শাহাদতের মর্যাদায় সমাসীন হন। তিনি আল্লামা ফজলে রাসুল বাদায়ুনীর ভাতিজা ও শিষ্য, উলুমে আকলিয়া ও নকলিয়ার অভিজ্ঞ, তার নানাজান আল্লামা আব্দুল মাজীদ বাদায়ুনির মুরিদ ছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরোপুরি অংশ নেন এবং শাহাদতের মর্যাদায় সমাসীন হন।

(মাওলানা ফয়েজ আহমদ বদায়ুনী, পৃ. ১৭, ৩৩, ৩৪)

(১০) উস্তাযুল উলামা, আল্লামা ফতেহ মুহাম্মাদ আছারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহান আলিমে দ্বীন ও দরসে নিজামির মুদাররীস, খাজা আব্দুর রাসুল কাসুরী ইবনে খাজা দাইমুল হুজুরী এর মুরিদ, সালাতুল কুরআন বিমুতাবিয়াতি হাবীবে রাহমান কিতাবের লেখক এবং খুবই তাকওয়াবান ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি শাওয়ালুল মুকাররম ১৩৩৫ হিজরীর ২৯ তারিখে ইন্তিকাল করেন, আচ্ছারা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

(তাযকিরায়ে আকাবিরে আহলে সুন্নাত, পৃ. ৩৬৯, ৩৭০)

(১১) ইমামুল মা'কূলাত মাওলানা মুহাম্মদ দীন বাধভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনুমানিক ১৩০১ হিজরীতে রাওয়ালপিন্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি আল্লামা ফজল হক রামপুরীর শাগরেদ, পীর মেহের আলী শাহের মুরীদ, যুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞ, অসংখ্য ছাত্র এবং পাঞ্জাবি, পশতু, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় নিখুঁত দক্ষতা ছিলো। তিনি তাঁর জন্মস্থানে ১১ শাওয়াল ১৩৮৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (তাযকিরায়ে আকাবিরে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৪৬৬, ৪৬৭)

(১২) মুবাল্লিগে ইসলাম, হযরত মাওলানা গোলাম কাদের আশরাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৪ মুহাররামুল হারাম ১৩২৩ হিজরীতে ফরিদকোট রাজ্যের ফিরোজপুর জিলা, পূর্ব পাঞ্জাব, ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২ শাওয়াল ১৩৯৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন এবং খানকাহ আশরাফিয়া, বারলব জিটি রোড, লালা মুসা গুযরাট জিলায় সমাহিত হন। তিনি জামিয়া নঈমিয়া মোরাদাবাদের প্রিন্সিপাল, খতিবুল আসর, দরস নিজামীর মুদাররীস, ১৭টি কিতাব ও পুস্তিকার লেখক, সক্রিয় পথপ্রদর্শক, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, গুরমাখি, জ্ঞানী এবং সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞ। হযরত শাহ সৈয়দ আলী হোসাইন আশরাফী এবং শায়খুল ফযিলত আল্লামা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানির খলিফা ছিলেন আর তেহরিক রাদ্দে ইরতিদাদ ও তেহরিক পাকিস্তানের মুজাহিদ ছিলিন।

(সাওয়ানিহে আশরাফুল মাশায়েখ, পৃ. ৭, ১৩, ২৫, ২৭)

দায়িত্ব পালন করুন

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শুরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ, খলিফায়ে রাশীদ হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এমন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি ২ বছর ৫ মাস খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তাকে খেলাফতের দায়িত্ব কোনো আবেদন ছাড়াই দেওয়া হয়। (তারীখুল খোলাফা, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা) চেয়ে ক্ষমতা নেয়ার এবং না চাইতেও ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: ইরশাদ করেন: হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ, তুমি ইমারত। (অর্থাৎ ক্ষমতা) চেয়ো না, কারণ এটি যদি তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেওয়া হয় তবে তোমাকে এতে সাহায্য করা হবে, আর যদি এটি চাওয়ার পরে তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তোমাকে তাই অর্পণ করা হবে (অর্থাৎ তখন তোমাকে সাহায্য করা হবে না)। (বুখারী, ৪/৩১১, হাদীস: ৬৭২২, মিরকাতুল-মাফাতীহ , ৬/ ৫৮৭, হাদীসের পাদটীকা: ৩৪১২)

দায়িত্ব বোধের কারণে কাঁদতে শুরু করলেন!

যখন তিনি চাওয়া ব্যতীত ক্ষমতা পেলেন তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কাঁদতে লাগলেন, হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: হাম্মাদ! আমি এই দায়িত্বে ভয় পাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি দিরহামকে (অর্থাৎ সম্পদ) কতটা ভালোবাসেন? তিনি বললেন: আমি দিরহাম পছন্দ করি না। তখন হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন, তাহলে ভয় পাবেন না, আল্লাহ পাক আপনাকে সাহায্য করবেন। (তারীখুল খোলাফা, ১৮৫ পৃষ্ঠা) হুযুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনী নিয়ে রচিত মাকতাবাতুল-মদীনার" হযরত সায়্যিদুনা

উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ৪২৫টি ঘটনাবলী" গ্রন্থের ১১৯ থেকে ১২০ নং পৃষ্ঠায় এই ঘটনার বর্ণিত আছেঃ আপনারা হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র জীবনধারা লক্ষ্য করলেন যে, চাওয়া ব্যতীত খিলাফতের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে দায়িত্ববোধের কারণে কতটুকু বিষাদগ্রস্ত ছিলেন পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা! যারা পদ ও ক্ষমতার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণ হলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফল না পাই তবে আমাদের মোড অফ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যায় হিংসা বিদ্বেষ, গীবত, চুগলি, মিথ্যা অপবাদ এবং দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের এক মারাত্মক ধারা। এছাড়া সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সান্তনা প্রদানকারীর চিন্তা ধারাও প্রশংসনীয় যে, যদি ধন-সম্পদের লালসা অন্তরে না থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله নিরাপত্তা নসীব হবে, কারণ সম্পদের প্রতি লোভ অনেক বিপর্যয়ের কারণ, যেমন আল্লাহর শেষ রাসূলে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ "একটি ছাগলের পালে যদি দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ততটা ক্ষতি সাধন করতে পারবে না যতটা ধন-সম্পদের লোভ লালসা ও আত্মগৌরব মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। (তিরমিযী, ৪/১৬৬, হাদীসঃ ২৩৮৩)

দায়িত্ব পালনকারী ও ন্যায় বিচারকারী শাসকের গুণাবলীঃ হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মতের পক্ষে নিজের দায়িত্ব পালনকারী একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং পবিত্র হাদীস অনুযায়ী, ন্যায়বিচারক শাসক কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত বা তাঁর আরশের ছায়াতলে থাকবে। (বুখারী, ১/৪৮০, হাদীসঃ ১৪২৩, মিরাতুল-মানাজিহ, ১/৪৩৫) এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের একটি দিন ৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (মুজামে-আওসাত ৩/৩৩৪, হাদীসঃ ৪৭৬৫) এছাড়াও, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসককের কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে থাকবে। (মুসলিম, ৭৮৩, হাদীসঃ ৪৭২১)

পক্ষান্তরে যে শাসক ও গভর্নর প্রজাদের ব্যাপারে খেয়ানত করে এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে না তার সম্পর্কে আল্লাহর শেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণীতে অনেক শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে, **৬ টি ফরমানে-মুস্তফা শ্রবণ করুনঃ**

যে দায়িত্ব পালন করে নাঃ (১) মহান আল্লাহ পাক যে বান্দাকে রাজত্বের শাসক নিযুক্ত করেন এবং সে তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন। (মুসলিম ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৬৩) (২) যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিষয়াদীর রক্ষক হয় এবং তারপর তার জন্য চেষ্টা করে না এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে না, তাহলে সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৬৬) (৩) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যেমনিভাবে মঙ্গল কামনা ও চেষ্টা নিজের জন্য করে যদি তদ্রুপ তাদের জন্য না করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মুজামে সগীর, ১/ ১৬৭) (৪) যে ব্যক্তি

মুসলমানদের কোন বিষয়ের অভিভাবক হয় তাকে হাশরের দিন উপস্থিত করা হবে, এমনকি তাকে জাহান্নামের পুলসিরাতে দাঁড় করানো করা হবে, যদি সে নেককার হয় তবে সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিবে। আর যদি অন্যায়কারী হয় তবে এর কারণে পুল ফেটে যাবে এবং সেই ব্যক্তি জাহান্নামে ৭০ বছর দূরত্বে গিয়ে পড়বে। (মুজামে-কবীর, ২/৩৯, হাদীস: ১২১৯) (৫) যে মুসলমানের কোন বিষয়ের অভিভাবক হয়, অতঃপর সে দরিদ্র, অত্যাচারিত বা অভাবগ্রস্তের জন্য তার দরজা বন্ধ করে দেয়, তাহলে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার রহমতের দরজা বন্ধ করে দেবেন অবশ্য সেই ব্যক্তি এর অধিক মুখাপেক্ষী হবে। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩১৫, হাদীস:১৫৬৫১) (৬) যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের অভিভাবক হলো এবং সে তাদেরকে কষ্টে ফেললো, তখন তার উপর আল্লাহ পাকের ভাহলা," সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ পাকের ভাহলা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের অভিশাপ।

(মুসনাদে আবি আওয়ানা, ৪/৩৮০, হাদীস: ৭০২৩)

হে আশিকানে রাসূল! আমি দাওয়াতে-ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে ১৯৯১ সালে এসেছিলাম এবং আমি সর্বপ্রথম ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সালে হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবনী পড়েছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমার মুহাব্বাত সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, তিনি কত মহান ব্যক্তিত্ব, যদি কেউ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র জীবনী, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য মহান সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 'র জীবনী এক ব্যক্তির মধ্যে দেখতে চান তবে সে যেনো হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র পবিত্র জীবনী পড়ে নেয়। ইলমে দ্বীনের জ্ঞানের আলোয় সমৃদ্ধ, নম্রতা, তাকওয়া ও পরহেজগারীতা, জ্ঞানীদের প্রতি ভালোবাসা, তাদেরকে নিজের সাথে রাখা এবং তাদের সাথে পরামর্শ করা ইত্যাদি। মোটকথা, খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরহেজগারীতা এবং পবিত্র শরীয়তের উপর আমলের ভিত্তিতে পরিচালিত সাম্রাজ্য স্বল্প সময়ে শান্তি ও অর্থনীতি উভয়কেই শক্তিশালী করেছিল, যা কোনো দেশ এবং রাষ্ট্রের জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার সাধারণ সকল আশিকানে রাসূলের এবং বিশেষ করে উম্মতের গভর্নর, দায়িত্বশীল ও শাসক শ্রেণীর কাছে অনুরোধ! আল্লাহ পাককে ভয় করে নিজের দায়িত্ব পালন করুন, নিজের মৃত্যু, কবর ও হাশরের বিষয়গুলো সর্বদা মাথায় রাখুন, খলিফায়ে রাশীদ হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকতময় জীবনী অবশ্যই পাঠ করুন। আল্লাহ পাক চাইলে আপনি অবশ্যই নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবেন এবং আপনার দায়িত্ব ভালোভাবে পালনের দিকে পদক্ষেপ নেবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনায়

পাওয়া যাচ্ছে

হজ্ব ও ওমরার পদ্ধতি এবং দোয়া সমূহ

রফিকুল হারামাঈন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৬৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

সৈয়দপুর শাখা : পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৬৮৪০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180603